কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৩
রূপের
বাহার
মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

কামরুল হাসান ফেরদৌসের কাব্যগ্রন্থ ০৩

রূপের বাহার

রচনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
রচনাকাল	২০২০
স্বত্ব	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
ই-বই গ্রন্থনা	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
গ্রন্থন কাল	সেপ্টেম্বর, ২০২০
প্রচ্ছদ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
অলংকরণ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
কম্পোজ	মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস

সূচিপত্র

কবিতাক্রম	কবিতার প্রথম চরণ/শিরোনাম	পৃষ্ঠা
KHF 00112	কী মনোহর রূপের বাহার	০৭
KHF 00113	আক্রমণের সংখ্যা বিশাল	০৭
KHF 00114	বন্ধু তোমার তীক্ষ্ণ চোখে	০৮
KHF 00115	ধন্যবাদের যোগ্য বটে	০৯
KHF 00116	পড়ছে মনে সে দিনগুলো	১০
KHF 00117	সম্ভাবনা হয়তো ছিল	১০
KHF 00118	শবে কদর আনুক বয়ে	১১
KHF 00119	যেথায় এমন যোদ্ধা আছে	১১
KHF 00120	বন্ধু তুমি যাচ্ছো চলে	১২
KHF 00121	কাল- করোনা কালো বেড়াল	১৩
KHF 00122	প্রভুর বিপুল সৃষ্টি মাঝে	১৪
KHF 00123	সুন্দর ছাড়া কেউ বুঝে না	১৫
KHF 00124	বন্ধু তোমার মুগ্ধ চোখে	১৬
KHF 00125	যৌব যুগের একটি ছবি	১৬
KHF 00126	কুতুবদিয়ায় মাটি মানুষ	১৭
KHF 00127	যার দুটি চোখ	১৭
KHF 00128	ছ' তকবীরে একা নামাজ	১৮
KHF 00129	দেশ গঠনের কারিগর	১৮
KHF 00130	হৃদয় যাদের	১৯

KHF 00131	সময় যদি নিজেই বলে	২০
KHF 00132	বাকির খাতা ভরা রাখি	২০
KHF 00133	এই যে বিপুল সৃষ্টি জগত	২১
KHF 00134	কবির গলায় কাব্য শুনে	২২
KHF 00135	এই করোনা কালেও যদি	২৩
KHF 00136	মড়া কাঠে ফুল ফুটে যে	২৪
KHF 00137	মহামহিম স্যারের কাছে	২৪
KHF 00138	কাল-করোনা করছে হরণ	২৬
KHF 00139	বলছি তোমায় জন্মদিনে	২৬
KHF 00140	বিশ্বসভায় আজকে আবার	২৭
KHF 00141	সন্ধ্যা যখন নেমে আসে	২৮
KHF 00142	শব্দ নিয়ে করবে খেলা	২৮
KHF 00143	লাভ ও ক্ষতি হয়তো সমান	২৯
KHF 00144	সাপ-সাপিনী ভয়ংকরী	৩০
KHF 00145	ঈদ পেরোলো অনেক আগেই	৩০
KHF 00146	কাল-করোনার ছোবল থেকে	৩১
KHF 00147	কাল-করোনা করলো চয়ন	৩১
KHF 00148	ছোট্টবেলায় গল্প শোনা	৩২
KHF 00149	চালিয়ে যাওয়া যায় কি সখা	৩৩
KHF 00150	জনসেবায় ই-নামজারি	৩৪
KHF 00151	লক্ষ কোটি নাজ নিয়ামত	৩৫
KHF 00152	উপকারী গাছের নাকি	৩৫
KHF 00153	ঈশ্বর অনন্ত	৩৬
KHF 00154	কেউ করে না গুণীর খোঁজ	৩৬
KHF 00155	জীবনখানি মিথ্যে তো নয়	৩৭
KHF 00156	যেতে যাদের মনেতে সাধ	৩৭
KHF 00157	বিত্ত আছে ভৃত্য আছে যাদের	৩৮
KHF 00158	জীবিকার প্রয়োজনে	৩৯

KHF 00159	গ্রামের মানুষ সহজ সরল	৪০
KHF 00160	কবিসখা লিখেছেন	৪০
KHF 00161	আজ আমাদের খুব প্রয়োজন	৪১
KHF 00162	এই করোনার দিনগুলিতে	৪৩
KHF 00163	বর্ষা এলেও বৃষ্টি তো নেই	৪৩
KHF 00164	সন্ধ্যাতারা হয় উদিত	৪৪
KHF 00165	সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাপ্রদীপ	৪৪
KHF 00166	চলছে পথে পথিক হেঁটে	৪৫
KHF 00167	যার শরণে শীতল হৃদয়	৪৬
KHF 00168	সময়-ঘড়ি পড়লে ঢাকা	৪৬
KHF 00169	লিখতে বসে ভাবনাগুলো	৪৭
KHF 00170	নয়ন মেলে নয়ন দেখার	৪৮
KHF 00171	দূর অজানা কোন সাগরের	৪৮
KHF 00172	বৃন্দাবনে আছে কবির	৪৯
KHF 00173	চিন্তাশীলের জন্য আছে	৫০
KHF 00174	আকাশ-আঁকা দেয়াল যদি	৫০
KHF 00175	কবির মনে পুলক আজি	৫১
KHF 00176	মনটা করে কুমড়ো ফালি	৫১
KHF 00177	যায় উড়ে সব উড়ুক্কু সুখ	৫২
KHF 00178	পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে	৫২
KHF 00179	আজকে মরি কালকে মরি	৫৩
KHF 00180	রঙ্গাহৃদয় বংগযুবা	৫৫
KHF 00181	হৃদয়ছোঁয়া বিষণ্ণতায়	৫৬

কাহাফেক ০১১২:

কী মনোহর রূপের বাহার

কী মনোহর রূপের বাহার
পুষ্পমুকুট রাজার বেশ
এলো কোভিড করতে হরণ
প্রাণ-জীবিকা জাতি-দেশ ।

ও রে কোভিড তোর ভয়েতে
বন্দী কত থাকবো আর
দুঃসহ তোর মর্ম-পীড়ন
দোহাই লাগে বাংলা ছাড়।

কাহাফেক ০১১৩:

আক্রমণের সংখ্যা বিশাল

আক্রমণের সংখ্যা বিশাল
বাড়ছে মরণ নিত্যদিন
তবু মানুষ হণ্যে হয়ে
বাইরে বেরোয় উপায়হীন।

বাইরে গেলেই ধরে জেঁকে
পুষ্পমুকুট ভাইরাসে
ধরে ধরুক মারবে মারুক
নই ভীত আর এর ত্রাসে।

কাহাফেক ০১১৪:

বন্ধু তোমার তীক্ষ্ণ চোখে

[ফেসবুকে বন্ধু মতিনের ১৫/৫/২০ পোস্টের পরিপ্রেক্ষিতে]

বন্ধু তোমার তীক্ষ্ণ চোখে
সমাজ করে নিরীক্ষণ
যে কথাটি লিখলে তাতে
জানাই শত সমর্থন।

পায়ের তলায় পিঁষে মানুষ
ক্ষিপ্ত হাতীর মত্ততায়
চক্ষু ও কাণ থাকার পরও
অন্ধ বধির সাজে হায়।

এই সমাজের এমন রীতি
বুদ্ধি বিচার দয়া নেই
যেদিন হাতী পড়বে কাদায়
দেখবে তারও উপায় নেই।

কাহাফেক ০১১৫:

ধন্যবাদের যোগ্য বটে

ধন্যবাদের যোগ্য বটে
অনন্য সেই প্রজ্ঞাপন ,
যার সুবাদে সুগতি পায়
জনসেবায় সুশাসন।

জন সেবা দোরগোরাতে
অষ্ট প্রহর সুনিশ্চয়,
ত্বরান্বিত হোক সে সেবা
স্বচ্ছতা ও প্রজ্ঞাময়।

আজকে যাঁদের লিডারশীপে
থাকবে ছোঁয়া অন্তরের,
হৃদয় থেকে উৎসরিত
শ্রদ্ধা সালাম দেই তাদের।

কাহাফেক ০১১৬:

পড়ছে মনে সে দিনগুলো

পড়ছে মনে সে দিনগুলো
ছিলেম তব স্নেহের ছায়;
বটের ছায়া যেমন করে
শ্রান্তিসুধা সুখ বিলায়।

খোদার কাছে এ দীন কহে
থাকুন স্বস্তি-সুস্থতায়;
আমরা অনুজ থাকতে যে চাই
তব স্নেহের নেক-ধারায়।

কাহাফেক ০১১৭:

সম্ভাবনা হয়তো ছিল

সম্ভাবনা হয়তো ছিল
হয়তো পারে না থাকতেও;
জীবন আমার ব্যর্থ হলো
প্রশাসনে তা স্বত্ত্বেও।

এমনিভাবে অপর পারে
লক্ষ্য না হই লাঞ্ছনার;
মহান তব হৃদয় দ্বারে
নেক বাসনা এই দোয়ার।

কাহাফেক ০১১৮:

শবে কদর আনুক বয়ে

শবে কদর আনুক বয়ে
দয়া ক্ষমা মুক্তি মোদের;
যাক মুছে সব ব্যথা গ্লানি
মর্মজ্বালা আর্তনাদের।

উচ্চ-নীচ ও ধনী-গরিব
প্রভাবহীন ও প্রভাবময়;
প্রশাসনে ফুল ফুটে থাক
দেশ জাতি হোক আলোকময়।

কাহাফেক ০১১৯:

যেথায় এমন যোদ্ধা আছে

[দুই সদাশয়ের প্রশংসনীয় কাজের পরিপ্রেক্ষিতে]

যেথায় এমন যোদ্ধা আছে
মানবতার জয় হবে
এমনি করে কাল-করোনা
বাংলা থেকে নিপাত হবে।

থাকতো যদি এমন মানুষ
বাংলা মায়ের পুণ্য ভূমে
কবেই হতো বাংলা সোনার
জাতির পিতার চরণ চুমে।

এই মহতী উদ্যোগে পাক
সবাই তাড়া মানবতার
সবার বিবেক জেগে উঠুক
ঘরে বসে না থেকে আর।

সালাম জানাই মানবতার
উদ্যমী দুই পুণ্য প্রাণে
এই তোমাদের পথ দেখানোয়
জাতি জাগুক মুগ্ধ মনে।

কাহাফেক ০১২০:

বন্ধু তুমি যাচ্ছো চলে

[এক প্রিয় বন্ধুর অবসরে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে]

বন্ধু তুমি যাচ্ছো চলে
আমিও যাবো ক'দিন পর
একে একে যাবো সবাই
ভাঙলে ঝরে তাসের ঘর।

এইতো সেদিন হচ্ছে মনে
শুরু হলো কর্মজীবন
এক পলকেই হলো সাড়া
সারাবেলার মর্মকথন।
কান্না হাসির উপন্যাসে
আমরা দিয়ে নাট্যরূপ
পালা গেয়ে মঞ্চ মাতাই
এই তো জীবন-যাপন রূপ।

এগিয়ে চলো জীবনরথে
থামার কোনো উপায় নাই
যেথায় থাকো ভালো থেকো
এই তো সখা শুধু চাই ।

কাহাফেক ০১২১:

কাল- করোনা কালো বেড়াল

কাল- করোনা কালো বেড়াল
কালা যাদুর মন্ত্রবলে
বিশ্ব-নিখিল শাসন শাহী
কেড়ে নিলো ছলে বলে।

অলক্ষ্যে আজ সেই তো রাজা
রাজ-মুকুটের অধিকারী
যাদুর কাটি ছুঁইয়ে সে আজ
সব নিয়েছে নিজে কাড়ি।

সিংহ-শাবক ব্যাঘ্র-মামা
ওর দাপটে ভিতুর ডিম
হাসপাতালে পাতালপুরী
হাট টিমা টিম টিম ।

এই করোনার কারসাজিতে
আমরা সেজে জিন্দালাশ
করার কিছু নেই যে মরার
কাটছি বসে ঘোড়ার ঘাষ।

কাহাফেক ০১২২:

প্রভুর বিপুল সৃষ্টি মাঝে

প্রভুর বিপুল সৃষ্টি মাঝে
মানব জাতি সবার সেরা
মানব লীলা সাঙ্গ করে
সেই মানুষের ঘরে ফেরা।

বেঁচে থাকতে যায়না চেনা
এই মানুষের মুল্য কত
বুঝতে পারি কী হারালাম
যখন মানুষ হয় যে গত।

কাহাফেক ০১২৩:

বন্ধু তোমার মুগ্ধ চোখে

বন্ধু তোমার মুগ্ধ চোখে
যতই আমি স্নিগ্ধতর;
জানি সময় শেষ এখন-ই
বিলীন হবো কালান্তর।

আমরা বলি সময় কাটে
এই কথাটি সত্য বটে;
কাল আমাদের নিঃস্ব করে
ছিন্ন করে কেটে কুটে।

কালের নিয়ম সংগোপনে
নিত্য দিন-ই বয়স বাড়ায়;
অতীত দিনে ফিরে যাবার
মোহ বাড়ায় শক্তি হারায়।
মহাকালের শনির বলয়
ঘিরে আছে সবার জীবন;
আর অতীতে যায়না ফেরা
যতই আকুল হৃদয়-মন।

কাহাফেক ০১২৪:

সুন্দর ছাড়া কেউ বুঝে না

সুন্দর ছাড়া কেউ বুঝে না তো সুন্দরের দাম
করেছো সুন্দর বন্দনা হে তোমাকে সালাম।
সৌন্ধর্য্য বিচারে নরলোকে সেরা তুমি কবি
তাই খুঁজে পাও সাধারণ মুখে সুন্দরের ছবি।

কাহাফেক ০১২৫:

যৌব যুগের একটি ছবি

যৌব যুগের একটি ছবি
হাল মলাটে যুক্ত করে;
চেষ্টা আমার থাকবো সবার
প্রীতি ডোরে,প্রেম নজরে।

যতোই করি সাধ্য সাধন
সাজতে তরুণ রূপে
ক্রমান্বয়ে ডুবছি আমি
কালের অন্ধ কূপে।

কাহাফেক ০১২৬:

কুতুবদিয়ায় মাটি মানুষ

কুতুবদিয়ায় মাটি মানুষ
এই হৃদয়ে অবস্থান;
সেদিন গুলো যায়না ভুলা
স্মৃতির পটে বর্তমান।

স্রষ্টা প্রভু প্রতিপালক
হে দয়াময় আল্লাহ পাক
কুতুবদিয়ার মাটি মানুষ
তোমার দয়ায় ভলো থাক।

কাহাফেক ০১২৭:

যার দুটি চোখ

যার দুটি চোখ আর যে নিজে
গুন বিচারে চমৎকার;
সেই খুঁজে পায় সাধারণে
শৈলী-চারু রূপ-বাহার।

যার চোখে নেই দৃষ্টি কোনো
দেখবে কিসে মন্দ ভালো
ভালো কিছুর করতে বিচার
নিজের যে চাই চোখের আলো।

কাহাফেক ০১২৮:

ছ’ তকবীরে একা নামাজ

[করোনা-কালে বাসায় ঈদুল ফিতর’ এর দুঃখস্মৃতি]

ছ’ তকবীরে একা নামাজ
খুতবা শুনে ইউটিউব-এ;
ঈদুল ফিতর উদযাপিত
করা হলো নিজ ঘরে।

কী আর করা এই নিদারুণ
কোভিড-কালে রক্ষাবিধি;
খোদার কাছে এই মোনাজাত
সুরক্ষা দেন তিনি যদি।

কাহাফেক ০১২৯:

দেশ গঠনের কারিগর

এমনি করেই দেশ গঠনের
কারিগরের জীবন খানি;
জাতির পিতার লক্ষ্য যে নেয়
আপন করে বক্ষে টানি ।

এমনি করেই নওজোয়ানের
চিত্ত মেধা শক্ত বাহু;
প্রতিবারের গ্রহণ-কালে
দেয় তাড়িয়ে মন্দ রাহু।

মুল্য দেবার প্রশ্ন এলেই
কারিগরের হয়না খবর;
বলবো তবু সুজন তুমি
কৃতির মাঝে রবে অমর।

কাহাফেক ০১৩০:

হৃদয় যাদের

ওরাই তারা, হৃদয় যাদের
বাংলাদেশের সমান বড়ো;
বক্ষে স্বদেশ লক্ষ্যে মুজিব
কেন তাদের তুচ্ছ করো?

ওরাই তারা, জ্বালিয়ে বাতি
দিবা রাতি তালাশ করো;
অবদানের মুল্য দিতে
সন্ধানে চোখ মেলে ধরো।

ওরাই তারা, ভালোবাসায়
এগিয়ে নিলো দেশকে যারা;
ভুলেও যেনো কেউ না ভোলে
সেই সময়ের যোদ্ধা তারা ।

কাহাফেক ০১৩১:

সময় যদি নিজেই বলে

সময় যদি নিজেই বলে
দুঃসময়ে সে-ই নিজে;
আমরা তবে যাব কোথায়
পাইনা ভেবে করবো কি যে?

সময় ভালো থাকে সদাই
হয় না যে তার ছন্দ পতন
সময় হল শক্তি খোদার
কেবল তাকে চিনে সুজন।

কাহাফেক ০১৩২:

বাকির খাতা ভরা রাখি

ঋণও বাকি জরিমানাও বাকি
বাকির খাতা ভরা রাখি
নিজকে নিজে দেই যে ফাঁকি
নাড়াও আমায় দিয়ে ঝাঁকি।

কাহাফেক ০১৩৩:

এই যে বিপুল সৃষ্টি জগত

এই যে বিপুল সৃষ্টি জগত
খগোল ভূগোল বিদ্যমান,
সকল কিছু সৃষ্টি খোদার
সকল কিছু তাঁরই দান।

সৃষ্টি মাঝে মানুষ সেরা
এ যে তাঁরই খাস রহম
বুঝতে যদি না পারি তো
জীবন বৃথা হই অধম।

এই ধরনীর সকল কোনে
সকল স্থানে একই প্রভু,
তাঁর লীলাময় উপস্থিতির
ছন্দপতন হয়না কভু।

প্রতি নদীর অগ্রচলন
তাঁর ক্ষমতায় বাস্তবায়ন
প্রতি তরুর শীর্ষকোষে
তারঁ দয়াতে লতিয়ে চলন।

আল্লাহ মোদের বাঁচিয়ে রাখেন
অন্ন দিয়ে ভালবেসে,
তাঁর ইশারায় ছড়িয়ে পড়ে
বংশগতি দেশে দেশে।

তাঁর করুনায় পূর্বপুরুষ
হয় একদা বংশধারা
ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব মাঝে
যেনো সে এক পল্লীপাড়া।

কাহাফেক ০১৩৪:

কবির গলায় কাব্য শুনে

কবির গলায় কাব্য শুনে
ক্লান্ত শ্রোতা হতেও পারে
কবির মনে সৃষ্টি তাড়া
ক্লান্তি পেলে চলবে নারে।

এই কবিতার মুল্য জানো
ঝিনুক-বুকে মুক্তোদানা
এ বিকেলের সমাবেশে
ফরমায়েশি এর রচনা।

ধন্য আমি এই কবিতা
কবির কন্ঠে শুনতে পেয়ে
কবির কাছে বায়না আরো
তাঁর কবিতা শুনতে চেয়ে।

কাহাফেক ০১৩৫:

এই করোনা কালেও যদি

এই করোনা কালেও যদি
একটুখানি শিক্ষা হয়
আজকে না হোক সামনে সুদিন
সোনার স্বদেশ রক্ষা হয়।

স্বাধীনতার সেই চেতনায়
আবার যেনো দীক্ষা হয়
সোনার মানুষ হয়ে যেনো
আনতে পারি আসল জয়।

কাহাফেক ০১৩৬:

মড়া কাঠে ফুল ফুটে যে

মড়া কাঠে ফুল ফুটে যে
শুনেছিলাম বাগধারায়
আজকে দেখি মড়া গাছও
নধর কায়া ফল ফলায়।

খোদার পরম সৃষ্টি লীলা
এই জীবনের নিদর্শন
বংশ রেখে যাবার পরে
প্রাণ যেনো বিসর্জন।

কাহাফেক ০১৩৭:

মহামহিম স্যারের কাছে

[সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব স্যারের প্রতি]

মহামহিম স্যারের কাছে
আমরা অনুজ অনেক ঋণী
স্যারের মতো অভিভাবক
বলতে গেলে আর দেখিনি।

প্রবেশনার ছিলেম যখন
ইয়াকূব স্যারের প্রান্ত জেলায়
শফি স্যারের পার্শ্বে বসে
হাতে খড়ি বিচার শেখায়।

মনটা আজো তিরিশ বছর
পিছন দিনে স্বপন দেখায়
এস আলম স্যার প্রজ্জ্বলিত
আজো মনের মণিকোটায়।

চাকরি শেষে যখন দেখি
আমরা কজন ভূমির ধ্বসে
এই বুঝিবা টলমলানো
বেদী থেকে পড়বো খসে।

তখন তাঁকে দেখতে পাওয়া প্র
শাসনের শীর্ষদেশে
ভাগ্য পরম ছিল মোদের
উদ্ধারিতে ভালবেসে ।

দুর্ভাগা এই অনুজ আজি
জর্জরিত বোধের তাড়ায়
স্যারের মতো সূর্য্য পেয়েও
যাইনি কেন আলোক-ধারায়।

দূরে থেকেও ভালোবাসা
স্নেহের আজো পাচ্ছি বাণী
দোয়া যে চাই স্যারের কাছে
ভুলি যেনো সকল গ্লানি।

কাহাফেক ০১৩৮:

কাল-করোনা করছে হরণ

কাল-করোনা করছে হরণ
বন্ধু স্বজন সেরা
জানি না কেউ কার যে কখন
ভাগ্যে লিখা ফেরা।

খোদার কাছে কাতর দোয়া
ওহে দয়াময়
সকল ফেরা সখার যেনো
স্বর্গ নসিব হয়।

কাহাফেক ০১৩৯:

বলছি তোমায় জন্মদিনে

[জন্মদিনে করোনাক্রান্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা্র উদ্দেশ্যে]

বলছি তোমায় জন্মদিনে
হৃদয়ভরা শুভেচ্ছায়
শত বছর থাকবে বেঁচে
তোমার প্রিয় এ বাংলায়।

যুদ্ধজয়ে স্বাধীনতার
লাল রবিটা আনলে ছিনে
সাহস-হারা হয়ো না বীর
কাল-করোনার যুদ্ধ দিনে।

কাহাফেক ০১৪০:

বিশ্ব সভায় আজকে আবার

[ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ এওয়ার্ড প্রাপ্তিতে]

বিশ্ব সভায় আজকে আবার
শীর্ষে এলো বাংলাদেশ
জন সেবায় ইউএন এওয়ার্ড
প্রাপ্তিযোগে হাসলো দেশ।

সকল দেশে ছড়িয়ে গেলো
বাংলাদেশের স্বার্থকতা
ভূমি সেবায় ই-নামজারি
লাভ করেছে অনন্যতা ।

এ অর্জনে ধন্য মোরা
নতুন করে করবো পণ
দক্ষ স্বচ্ছ ভূমি সেবায়
আনবো শত ভাগ সুশাসন।

কাহাফেক ০১৪১:

সন্ধ্যা যখন নেমে আসে

সন্ধ্যা যখন নেমে আসে
শ্রাবণ মেঘে মুষল ধারায়;
চাল-চূলোহীন কামলা কিষাণ
হারায় দিশে অবলীলায়।

তখন যদি প্রদীপ জ্বেলে
দুয়ার ঠেলে সুজন দাঁড়ায়;
আরেক মুজিব সে হয়ে যায়
নাম না জানা সেই পাড়াগাঁয়।

কাহাফেক ০১৪২:

শব্দ নিয়ে করবে খেলা

শব্দ নিয়ে করবে খেলা
নেইকো কবির স্পর্ধা মনে
শব্দ লালন যায় না করা
আত্মগত মৃত্যু বিনে।

তোমরা যদি কও কবিকে
শব্দ বুনে ফসল ফলাও
কয় কবি সে ভালবেসে
আগে চিতায় আগুন ধরাও।

কাহাফেক ০১৪৩:

লাভ ও ক্ষতি হয়তো সমান

লাভ ও ক্ষতি হয়তো সমান
সমান্তরাল নিক্তিতে;
নিজের লাভে সখার ক্ষতি
করে প্রবল শক্তিতে।

ব্যতিক্রমে কবি কেবল
বিলায় শুধু ভালোবাসা;
ব্যথা পেয়েও ক্ষমায় কবি
মানবতার দেখায় দিশা।

কিন্তু যারা জেনে বুঝে
মহৎ প্রাণে মারলো বান;
তাদের হেন অত্যাচারের
কখন হবে অবসান!

কাহাফেক ০১৪৪:

সাপ-সাপিনী ভয়ংকরী

সাপ-সাপিনী ভয়ংকরী
ভুজঙ্গা তার অপর নাম
দুধ কলাতে যতোই পুষো
করবে সে তার জাতের কাম।

অনঙ্গা সে ভূজঙ্গিনী
বুকে হেটে চলে ধরায়
দংশনে তার নেই অরুচি
ভালবেসে যে বুক বাড়ায়।

কাহাফেক ০১৪৫:

ঈদ পেরোলো অনেক আগেই

ঈদ পেরোলো অনেক আগেই
কোভিড উনিশ বক্রকাল
আজ নিরাশার আঁধার এসে
ঘিরেছে দিকচক্রবাল।

আসবে আলো এই আশাতে
পথ চেয়ে দীন কবি কয়
ঈদের খুশী বাংলা মায়ের
ঘরে যেনো সদাই রয়।

কাহাফেক ০১৪৬:

কাল-করোনার ছোবল থেকে

কাল-করোনার ছোবল থেকে
ঈদের খুশীও যায়নি বাদ
ঈদের খুশী গ্রাস করেছে
কাকে জানাই ফরিয়াদ ?

আল্লাহ ছাড়া নালইশ করার
আর কে আছে, কেউতো নেই;
ঈদের খুশী দাও ফিরিয়ে
সকল সময় সবখানেই।

কাহাফেক ০১৪৭:

কাল-করোনা করলো চয়ন

[করোনায় অনুজ সহকর্মী ফখরুলের মৃত্যুতে]

কাল-করোনা করলো চয়ন
একটি সেরা ফুল;
সেই ফুলটি আমার দেখা
অনন্য ফখরুল ।

চলন বলন আচরণে
জ্ঞান ও গুণের সমন্বয়;
হারিয়ে তাঁকে প্রশাসনে
এ ক্ষতি যে পোষার নয়।

হে দয়াময় তোমার কাছে
করছি কেঁদে প্রার্থনা;
জান্নাতে দাও তাঁকে খোদা
স্বজনে দাও শান্তনা ।

কাহাফেক ০১৪৮:

ছোট্টবেলায় গল্প শোনা

ছোট্টবেলায় গল্প শোনা
নেই মনে তা পুরোটা
কলিকালে লোকে নাকি
খাবে লোকের মুড়োটা।

এখন কি ভাই কলি এলো
নাকি এখন ঘোর কলি
মুড়োর সাথে কচকচিয়ে
খায় কি এখন সক্কলি ?

কাহাফেক ০১৪৯:

চালিয়ে যাওয়া যায় কি সখা

চালিয়ে যাওয়া যায় কি সখা
চালিয়ে যাওয়ার শক্তি কই?
চালবাজি আর চালাকিতে
ছিনিয়ে নিলো সমস্তই।

চাল চূলা আর ছাউনি চালের
উড়লো সিডর আমপানে;
সর্বনাশা জল-ডাকাতে
লুটল আমার সাম্পানে।

চলার পথে বিছিয়ে কাঁটা
সেই বুড়িটা আজো হাসে
চালিয়ে নিতে বললে যদি
থেকো আমার চলার পাশে।

কাহাফেক ০১৫০:

জনসেবায় ই-নামজারি

[ভূমি মন্ত্রণালয়ের ইউ এন এওয়ার্ড প্রাপ্তিতে প্রত্যাশা]

জনসেবায় ই-নামজারি
ইউওএন এওয়ার্ড অর্জনে;
সালাম জানাই যুক্ত যারা
আছেন ভূমির অঙ্গনে।

প্রত্যাশা এই- ঘুচবে এবার
থাকলে কারো বদনামি;
সকল বদীর সমাপ্তিতে
আনবে বিজয় এই ভূমি।

করছি আশা রাখবে সবাই
মর্যাদা এ সন্মানের;
দুর্নীতি ঘুষ তঞ্চকতা
ভূমিসেবায় দেখবো না ফের।

এরপরও কেউ শুদ্ধসেবায়
না দেয় যদি হৃদয়-মন;
সেই অধমের করবে বিচার
বাংলাদেশের জনগণ।

কাহাফেক ০১৫১:

লক্ষ কোটি নাজ নিয়ামত

লক্ষ কোটি নাজ নিয়ামত
হিসেব ছাড়া যে স্রষ্টার;
ভোগ করিছি আমরা সবাই
মাশুল ছাড়া কত্তো বার !

অথচ সেই প্রভুর দানেই
নেই মানুষের কৃতজ্ঞতা;
সেই মানুষের পরস্পরে
থাকবে বটে কৃতঘ্নতা।

কাহাফেক ০১৫২:

উপকারী গাছের নাকি

উপকারী গাছের নাকি
ছাল থাকে না লোকে বলে ;
তারাই গাছের ডাল ভেঙ্গে নেয়
ফলভারে গাছ নত হলে।

তাই থাকে না দাতার মনে
ফিরতি কিছু লাভের আশা;
আঘাত পেয়েও সইতে থাকে
যায় বিলিয়ে ভালোবাসা।

কাহাফেক ০১৫৩:

ঈশ্বর অনন্ত

ঈশ্বর অনন্ত, নহে মাটির প্রতিমা
ভব পারাপার শুধু খোদার মহিমা।
আল্লাহ রাসুল নাম হৃদয়ে যাহার
চিন্তা নাহিকো জেনো ভব পারাপার।
নিজ নিজ ধর্মমতে সাধুজন চলে
অনন্ত নন্দন লভে গুণীজন বলে।

কাহাফেক ০১৫৪:

কেউ করে না গুণীর খোঁজ

কেউ করে না গুণীর খোঁজ
যখন গুণী কাছে থাকে;
হারিয়ে গেলে সেই গুণীজন
খুঁজে বেড়ায় সবাই তাকে।

বাঁচতে না দেয় ক্ষুধার আহার
মরলে গড়ে চিতায় মঠ;
এইতো দেশের রীতিনীতি
গুণীর কদর কী উদ্ভট!

রবি বলেন” দুর্ভাগা দেশ”
দুঃখু বলেন” অভিশাপ”
সত্যি গো তাই গুণী হয়ে
বাঁচাই যেনো জন্মপাপ।

কাহাফেক ০১৫৫:

জীবনখানি মিথ্যে তো নয়

জীবনখানি মিথ্যে তো নয়
নয় তা মায়া প্রলোভন;
সত্য জীবন খাঁটি সোনা
স্বর্গ থেকে প্রক্ষেপণ।

দুঃখ হতাশা জীব জগতে
যতোই থাকুক দৃশ্যমান
হংসজীবন পঙ্কে থেকেও
নির্মলতায় বিদ্যমান।

কাহাফেক ০১৫৬:

যেতে যাদের মনেতে সাধ

যেতে যাদের মনেতে সাধ
বন পাহাড় ও সৈকতে
অথচ নেই সাধ্য যাবার
ক্যামনে পারে সে যেতে?

তাদের জন্য বলছি দেখো
চোখের কাছেই দেখার কতো,
সবুজ ঘাষে শিশির হাসে
সেটিও কিন্তু দেখার মতো।

কাহাফেক ০১৫৭:

বিত্ত আছে ভৃত্য আছে যাদের

[করোনার ভয়ে ঘরে থাকা বিত্তহীনদের সমস্যা দেখে]

বিত্ত আছে ভৃত্য আছে যাদের
ঘরে থাকায় নেই যে বাধা তাদের।

পেটের টানে বাইরে আসে বিত্তহীন
গৃহহীন যে বাইরে থাকে চিরদিন।

ঢাকায় যাদের এক বেডে বাস দু'তিনের
তাদের জন্য ঘরে থাকায় বিপদ ঢের।

ঘরে ঢুকেই বাঁচতে হবে ভুলনীতি
কবে যাবে এই করোনার ভয়ভীতি?

কাহাফেক ০১৫৮:

জীবিকার প্রয়োজনে

জীবিকার প্রয়োজনে যেতে হলে বাইরে
স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাবে বিকল্প নাইরে।

যদি কেউ অকারণে বিধি করে ব্যত্যয়
মহামারী বিধিবলে সাজা হবে নিশ্চয়।

এ বিশাল বাংলায় সামলাবে কে কারে
যদি না সুবোধ হয় সকলেই এবারে।

সবে হোক সযতনে বিধি মেনে যাই
জাতি হোক সচেতন- আমিও তা চাই।

কাহাফেক ০১৫৯:

গ্রামের মানুষ সহজ সরল

গ্রামের মানুষ সহজ সরল
এই কথাটা মিথ্যে নয়
একটি দুটি জটিল কুটিল
সকল স্থানে সদা-ই রয়।

তাই বলে নয় সবাই খারাপ
বুঝতে হবে মহোদয়
আজও মানুষ বেশীর ভাগ-ই
ভালো আছে সুনিশ্চয়।

কাহাফেক ০১৬০:

কবিসখা লিখেছেন

কবিসখা লিখেছেন
ঘুম নিয়ে কবিতা
নির্ঘুম হলো শুভ
বুঝলাম পড়ে তা।

ঘুম আসে-নাই আসে
ভাবনা কী ভেবে তা
ভালো হয় যদি আসে
এতো ভালো কবিতা।

কাহাফেক ০১৬১:

এই করোনার দিনগুলিতে

এই করোনার দিনগুলিতে
অনিশ্চিত সবার জীবন
তাড় পরেও ‘আমার আমার’
হচ্ছে না এ বোধের পতন।

নিজেই শুধু থাকবে বেঁচে
অন্য লোকের যা হওঁয় হোক
এই বাসনায় সিদ্ধি লাভে
আজো আছে ব্যস্ত লোক।

একা একা যায় না বাঁচা
সমাজ নিয়ে বাঁচতে হয়
বিজয় আসে এক হলে ভাই
একা হলেই পরাজয়।

ধনী গরিব সাদা কালো
আপন পরের বিভেদ ভুলে
আসতে হবে সব মানুষের
এক সমাজের ঝান্ডা তলে।

আপন সুখে বিভোর থেকে
সুখী হওয়া যায় না একা
সমাজ যদি সুখী না হয়
কেউ পাবে না সুখের দেখা।

সকল বাধা বিপদ থেকে
বাঁচতে হলে জাগতে হবে
জাতি সমাজ উন্নয়নে
সবার কাজে লাগতে হবে।

কাল করোনা করছে প্রমাণ
একার বিত্ত বিভব মিছে
তাই আমদের ফিরতে হবেই
যৌথ সমাজেরই কাছে।

‘আমার আমার’ আর নহে ভাই
হোক’আমাদের’ লক্ষ্য সবার
যৌথহিতের চেষ্ঠা ছাড়া
নেই যে উপায় আর বাঁচার।

কাহাফেক ০১৬২:

আজ আমাদের খুব প্রয়োজন

আজ আমাদের খুব প্রয়োজন
ভালোবাসার শক্ত বাঁধন
একা বাঁচার স্বার্থ ভুলে
যৌথহিতের মর্মবেদন।

আজ আমাদের খুব প্রয়োজন
লুকিয়ে থাকার মন্ত্র ভুলে
আলোয় এসে ভালোর লাগি
সবাই জাগি হৃদয় খুলে।

কাহাফেক ০১৬৩:

বর্ষা এলেও বৃষ্টি তো নেই

বর্ষা এলেও বৃষ্টি তো নেই
নেই কদমের স্নিগ্ধ মেলা;
তার বদলে বিশ্বে এখন
লাল-কদমের চলছে খেলা।

এই আষাঢ়ের সমাগমে
যাক ধুয়ে সব বিপন্নতা ;
ফিরে আসুক সবার প্রাণে
শঙ্কাবিহিন প্রসন্নতা।

কাহাফেক ০১৬৪:

সন্ধ্যাতারা হয় উদিত

সন্ধ্যাতারা হয় উদিত
ক্ষণিক তরে কেবল তাই;
সন্ধ্যেতারায় এমন করে
ভালোলাগার মন্ত্র পাই।

তারাগুলো যায় না কোথাও
থাকে আপন কক্ষপথে
সময় হলেই আমরা দেখি
উদ্ভাসিত পুষ্পরথে।

কাহাফেক ০১৬৫:

সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাপ্রদীপ

সন্ধ্যাতারা সন্ধ্যাপ্রদীপ
সাঁঝের বেলায় জ্বলে
দোয়া করুন আমরা যেনো
জ্বলি সময় হলে।

জীবন নিয়ে কী করেছি
শুধুই গ্রহণ অন্নজল?
রোজ হাশরে কী পাবো যে
বিনিময়ের কর্মফল?

জীবনখানি ধর্মে কর্মে
প্রজ্জ্বলিত করতে পারি
এই সাধনায় চলে যেনো
আমাদের এ জীবন তরি।

কাহাফেক ০১৬৬:

চলছে পথে পথিক হেঁটে

চলছে পথে পথিক হেঁটে
চলার গতি ছন্দময়;
প্রতি পায়ে এগুচ্ছে পথ
পিছুচ্ছে তার জীবন রথ।

এমনি করে চলতে পথে
অক্ষরেখায় ধাবমান
সকল পথিক মিলিয়ে যাবে
পথের মাঝে পথ সমান।

কাহাফেক ০১৬৭:

যার শরণে শীতল হৃদয়

যার শরণে শীতল হৃদয়
ফল্গুধারা বয় চরণে;
কেন তবে ঘুম বাসনা
জমবে পাথর হিম নয়নে ।

যন্ত্রণা যার মুক্তোদানা
সৃষ্টি সুখের উল্লাসে;
বাঁচবে কবি বাংলা ভাষার
শুভ্রজ্যোতি উদ্ভাসে।

কাহাফেক ০১৬৮:

সময়-ঘড়ি পড়লে ঢাকা

সময়-ঘড়ি পড়লে ঢাকা
কুজ্ঝটিকার কালো ছায়ায়;
কবির নয়ন কেমন করে
রাখবে নজর ঘড়ির কাঁটায়?

কবির আঁখি নাই বা দেখুক
সময় চলে আপন মনে;
মহাকালের সাগর তীরে
পৌঁছে দেবে সংগোপনে।

জীবনখানি সাজিয়ে নিতে
ঘড়ির কাঁটায় নেত্রপাত
কিন্তু জানি কখিওন ঘড়ির
দম ফুরাবে অকস্মাৎ।

কাহাফেক ০১৬৯:

লিখতে বসে ভাবনাগুলো

লিখতে বসে ভাবনাগুলো
কোথায় যেনো হারিয়ে যায়;
গুছিয়ে কিছু লিখতে গেলেই
এলোমেলো প্রায় হয়ে যায়।

ছন্দ যদি বন্দী না হয়
মনের ভাষা তলিয়ে যায়;
বিপুল ব্যাথয় অন্তরে ভার
শিরায় শিরায় ছড়িয়ে যায়।

সেইতো ভাল বলতে পারা
মনের কথা তৎক্ষণাৎ;
নইলে জমাট কথার মেঘে
কখন যে হয় বজ্রপাত।

কাহাফেক ০১৭০:

নয়ন মেলে নয়ন দেখার

নয়ন মেলে নয়ন দেখার
ইচ্ছে মনে লালন করে;
কবির হৃদয় আর্দ্র ব্যাথায়
কাতর হলো অমন করে।

চলছে আষাঢ় ঘোর বরিষণ
কবির নয়ন পলকহারা;
নয়নতারায় নয়ন রেখে
ঢালতে অঝোর শ্রাবণধারা।

কাহাফেক ০১৭১:

দূর অজানা কোন সাগরের

দূর অজানা কোন সাগরের
বেলাভূমির প্রান্তদেশে;
কবির হৃদয় ব্যাকুল হয়ে
কল্পনাতে দাঁড়ায় এসে।

কার সাথে তাঁর অমন কথা
আছো আছে বাকির খাতায়;
পড়ন্ত এই বেলায় এসেও
কবির চিত্ত খুঁজে বেড়ায়।

দূর অজানায় যে জন থাকে
তাকেই অমন তালাশ কেনো
যারা আছেন আশে পাশেই
তাঁদের না হয় আগে চেনো।

কাহাফেক ০১৭২:

বৃন্দাবনে আছে কবির

বৃন্দাবনে আছে কবির
এমন একটি কপিয়ার;
একটি ক্লিকে কৃষ্ণ কপি
হতে পারেন ষাট হাজার।

যে যমুনায় জল ভরাতে
বৃন্দাবনের গোপিনী যায়
সকল কানু সেথায় গিয়ে
সেই কপিয়ার খুঁজে বেড়ায়।

ব্যাকুল মনের স্রোত-যমুনা
সেই পুরীতে যাও না চলে
হৃদয়খানা ভিজিয়ে আসো
সেই ঘাটাতে শীতল জলে।

কাহাফেক ০১৭৩:

চিন্তাশীলের জন্য আছে

চিন্তাশীলের জন্য আছে
জগতভরা নিদর্শন;
সৃস্টিকর্তা সুমহানই
করেন সকল নিয়ন্ত্রণ।

চর্মচোখে যায় না দেখা
দিব্যচোখে দেখতে হয়;
সব সৃজনের প্রাণপ্রবাহে
ব্যাপ্ত খোদার পরিচয়।

কাহাফেক ০১৭৪:

আকাশ-আঁকা দেয়াল যদি

আকাশ-আঁকা দেয়াল যদি
ঘিরে থাকে দিক-বলয়;
বাধ্য হয়ে দেয়ালটাকেই
আকাশ বলে ভাবতে হয়।

আসল আকাশ আড়াল যেথা
নাকাল নকল অন্তরালে
উড়তে গেলেই পরান পাখি
পড়বে ধরা গুপ্তজালে।

কাহাফেক ০১৭৫:

কবির মনে পুলক আজি

কবির মনে পুলক আজি
ফুল্ল-কুসুম মঞ্জরি
আরাধ্যাকে কাছে পেয়ে
উঠেছে তাঁর প্রাণ ভরি।

কাব্যরাণী নামটি প্রিয়ার
কবির হিয়ায় আসীন লীন
তাই কবিবর খোশ মেজাজে
গাইছে গীতি বাজিয়ে বীণ।

কাহাফেক ০১৭৬:

মনটা করে কুমড়ো ফালি

মনটা করে কুমড়ো ফালি
চেয়েছিলো বিলা'তে কেউ;
আজকে শুনে ধন্য হলাম
মন বিলানো যায় কপিতেও।

মন-কপিয়ার পাবে কোথায়
সেই তালাশে আকুল কবি;
অজান্তে সে ফেললো এঁকে
প্রেমিক মনের নিটোল ছবি।

কাহাফেক ০১৭৭:

যায় উড়ে সব উড়ুক্কু সুখ

যায় উড়ে সব উড়ুক্কু সুখ
দুঃখের ডাহুক কেবল থাকে;
নতুন দিনের ডাক ছাপিয়ে
আড়াল থেকে কেবল ডাকে।

যতোই তুমি ডাকো ডাহুক
শুনবে সে ডাক আর কে আছে;
তাই তোমার এ ব্যাথার গীতি
শুনিয়ে যাও কবির কাছে।

যতোই কাঁদো কাঁদতে থাকো
পুরাতনের খোঁচার জ্বালায়;
এগিয়ে যাবে জীবন তবু
নতুন দিনের আলোক-ধারায়।

কাহাফেক ০১৭৮:

পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে

পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে
উঠে দাঁড়ায় আবার হেঁসে
আবার লিখে কাব্যকথা
জগতটাকে ভালোবেসে।

পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাকে
দেদার চলে পুঁজির বিকাশ
তাও সে হেঁসে ভালবেসে
সাজিয়ে তুলে আপন আকাশ।

গলায় যারে ফাঁস লাগিয়ে
কাঁটা ঘাষের উপর গড়াও
সুরের আবেশ মগ্ন করে
তাঁর সে রুধির-রাঙা গলাও।

কাহাফেক ০১৭৯:

আজকে মরি কালকে মরি

আজকে মরি কালকে মরি
সুনিশ্চিত মরণ হবে;
আজরাঈলের কবল থেকে
কে বেঁচেছে কখন কবে?

মরণটাকে ভয় পেয়ে কেউ
নিজকে যদি লুকিয়ে রাখে;
এক পলকও লাগবে না তাঁর
খুঁজে পেয়ে মারতে তাকে।

তাই বিষাদে কাঁদলে কিবা
কাঁপলে বসে শংকা ভয়ে;
কি হবে আর চেঁচিয়ে গলা
ফাটিয়ে দিলে মৃত্যু ভয়ে।

ভাবনা বরং ভাবতে হবে
কী দশা হয় মৃত্যু পরে;
সুফল পাওয়ার মতো কিবা
যাচ্ছি নিয়ে সাথে করে।

পাপ পুণ্যের হিসেব দিয়ে
উতরাবো কী রোজ হাশরে?
পারবো কি ভাই থাকতে টিকে
জান্নাতিদের সুখ আসরে?

হে দয়াময় দাও করুণা
সুকাজ দিয়ে পুণ্য করার;
মৃত্যু যেন নির্ভয়ে হয়
খোলা পেয়ে স্বর্গ-দুয়ার।

কাহাফেক ০১৮০:

রঙ্গাহৃদয় বংগযুবা

রঙ্গাহৃদয় বংগযুবা
নিপুণ ছবির চিত্রকর;
মনের পটে আঁকে ছবি
মগ্ন হয়ে জনমভর।

সেই ছবিতে মূর্ত হয়ে
নাচে নানান রঙ চাতুরী;
সে রংমাখা রংতুলিটার
স্বরূপ কোন বংগনারী।

কবিই জানে আরাধ্যা কে
কে তাঁর মনের রংতুলি ?
কার রঙে সে রাঙিয়ে তোলে
কাব্য কথার ফুলগুলি।

কাহাফেক ০১৮১:

হৃদয়ছোঁয়া বিষণ্ণতায়

হৃদয়ছোঁয়া বিষণ্ণতায়
কণ্ঠে তুলে বিষের বাঁশি;
সুরের ভাষায় বললো কবি
দাও গো বিদায় এবার আসি।

আসি বলে যদিও কবি
চলতে থাকেন দৃপ্ত পায়;
জানি সে আর আসবে না এই
হিংসে-কাঁটার বন্য গাঁয়।

কবির কোমল হৃদয়কমল
কেউ ছিঁড়েছে পাপড়ি তাঁর;
চলে যাবার ইচ্ছে হলো
তাই বুঝি তাঁর দুর্নিবার!

মোঃ কামরুল হাসান ফেরদৌস
e-Mail: kamrulhasan58@yahoo.com
Face Book: Kamrul Hasan Ferdous